

সূরা ১৫ হিজর : মাক্কী

আয়াত ৯৯, রুকু ৬

১৫ - سورة الحجر مَكِّيَّة

(آيَاتُهَا : ৯৯ رُكُوعَاتُهَا : ৬)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। আলিফ লাম রা। এগুলি আয়াত, মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের।	۱. الرّ ٓ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ
২। কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত!	۲. رَبُّمَا يَودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ
৩। তাদের ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে।	۳. ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

অবিশ্বাসীরা এক সময় আশা করবে,

আহা! তারা যদি মুসলিম হত!

সূরাসমূহের শুরুতে যে হরুফে মুকাত্তা‘আত এসেছে সেগুলির বর্ণনা ইতোপূর্বেই গত হয়েছে। এ আয়াতে কুরআনুল কারীম একটি সুস্পষ্ট আসমানী গ্রন্থ হওয়া এবং প্রত্যেকের অনুধাবন যোগ্য হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

رَبُّمَا يَودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانَ مُسْلِمِينَ কাফিরেরা তাদের কুফরীর কারণে সত্বরই লজ্জিত হবে। তারা মুসলিম রূপে জীবন যাপন করার আকাংখা করবে। তারা কামনা করবে যে, দুনিয়ায় যদি তারা মুসলিম রূপে থাকত তাহলে

কতই না ভাল হত! সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) সালামাহ ইব্ন খুআইল (রহঃ) থেকে, তিনি আবী আয যারাহ (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এটা ‘জাহান্নামিউন’দের (যে মুসলিম সৎ কাজের সাথে কিছু পাপও করে, যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে) সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে এবং তা দেখে অবিশ্বাসী কাফিরেরা এ মনোভাব ব্যক্ত করবে : رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ

كَانُوا مُسْلِمِينَ কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত!

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, পাপী মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে আটক করবেন। তখন মুশরিকরা ঐ মুসলিমদেরকে বলবে : ‘দুনিয়ায় যে তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করতে তিনি তোমাদের আজ কি উপকার করলেন?’ তাদের এ কথা শুনে আল্লাহর রাহমাত উথলে উঠবে এবং তিনি মুসলিমদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে নিবেন। তখন কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারাও যদি মুসলিম হত (তাহলে কত ভাল হত)! (তাবারী ১৭/৬২) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا হে নাবী! তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেতে (পড়তে) থাকুক, ভোগ বিলাস করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক।

قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

ভোগ করে নাও, পরিণামে আগুনই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩০)

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ

তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে লও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো অপরাধী। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৪৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمْلَ এবং মিথ্যা আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক। অর্থাৎ তাদেরকে তাওবাহ করা থেকে এবং আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ অচিরেই তারা তাদের শাস্তির কথা জানতে পারবে।

৪। আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করিনি।	<p>٤. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ</p>
৫। কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারেনা এবং বিলম্বিতও করতে পারেনা।	<p>٥. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ</p>

প্রত্যেক জনপদবাসীর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট সময়

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি কোন জনপদকে ধ্বংস করেননি যে পর্যন্ত না সেখানে দলীল কায়ম করেছেন এবং নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যখন নির্ধারিত সময় এসে যায় তখন এক মুহূর্তকালও ত্বরান্বিত ও বিলম্বিত করা হয়না। এতে মাক্কাবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তারা শিরক, ধর্মদ্রোহীতা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থাকে এবং ধ্বংস হওয়ার যোগ্য না হয়।

৬। তারা বলে : ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমিতো নিশ্চয়ই উম্মাদ।	<p>٦. وَقَالُوا يَتَأْتِيهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ</p>
৭। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট মালাইকা/ ফিরেশাদাদেরকে হাযির করছনা কেন?	<p>٧. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ</p>
৮। আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা।	<p>٨. مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ</p>

৯। আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।

۹. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ

কাফিরদের রাসূলকে (সাঃ) পাগল বলা এবং আকাশ থেকে মালাইকা প্রেরণের দাবী

আল্লাহ তা‘আলা এখানে কাফিরদের কুফরী, অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা, অহংকার এবং হঠকারিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা বিদ্রোপ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলত : **أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ** : ‘ওহে সেই ব্যক্তি যে তার উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করেছে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! আমরা তো দেখছি, তুমি একটা আস্ত পাগল, তাই তুমি আমাদেরকে তোমার অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করছ এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ যে, আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করি।

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের কাছে মালাইকাকে আনছ না কেন? তাহলে তারা এসে আমাদের কাছে তোমার সত্যবাদিতার বর্ণনা দিবে। ফির‘আউনও যেমন বলেছিল :

فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

তাকে কেন দেয়া হলনা স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না মালাক/ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৩) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে : আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন?

তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে। যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২১-২২) অনুরূপ এই আয়াতে বলেন :

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। এ আয়াতের বিষয়ে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, মালাইকা যে কারণে পৃথিবীতে আগমন করেন তা হল কোন বার্তা বহন করে নিয়ে আসা অথবা আযাব নিয়ে আসা। (তাবারী ১৭/৬৮) মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ এই যিক্র অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আমি অবতীর্ণ করেছি, আর এর সংরক্ষণের দায়িত্বে রয়েছি আমিই। আমিই একে সর্বক্ষণের জন্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে রক্ষা করব।

১০। তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি।

১০. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ

১১। তাদের নিকট এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতনা।

১১. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

১২। এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি।

১২. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

১৩। তারা কুরআনে বিশ্বাস করবেনা এবং অতীতে পূর্ববর্তীদেরও এই আচরণ ছিল।

১৩. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

প্রত্যেক জাতির মূর্তি পূজকরা তাদের নাবীকে উপহাস করত

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : হে নাবী! মানুষ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কারণ তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও অনুরূপভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর উম্মাতের লোক মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং সে তাদের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন :

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
আমি অপরাধী ও পাপীদের অন্তরে রাসূলদের প্রতি অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার খেয়াল জাগিয়ে তুলি। তাতেই তখন তারা আনন্দ উপভোগ করে। এখানে মুযরিম বা অপরাধীদের দ্বারা মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা সত্যকে বিশ্বাস করতেই চায়না। সুতরাং তাদের পরিণাম তাদের পূর্ববর্তীদের মতই হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, আর তাঁর বিরুদ্ধাচরণেই রয়েছে উভয় জগতে লাঞ্ছনা ও অপমান

১৪। যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন	١٤. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
১৫। তবুও তারা বলবে : আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।	١٥. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

যত মু‘জিয়া/নিদর্শন দেখানো হোকনা কেন,
উদ্ধত অবিশ্বাসীরা ঈমান আনবেনা

আল্লাহ তা‘আলা তাদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং আত্মগর্বের খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়াও হয় এবং সেখানে তাদেরকে চড়িয়ে দেয়াও হয় তবুও তারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকার

করবেনা। বরং তখনও তারা চীৎকার করে বলবে : **إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا** (আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে) মুজাহিদ (রহঃ), ইব্ন কাসীর (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, তাদের নয়রবন্দী করা হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন : আমাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমরা দ্বিধান্বিত এবং আমাদের সম্মোহিত করা হয়েছে। (তাবারী ১৭/৭৫)

إِنَّمَا سَكَّرَتْ أَبْصَارُنَا ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : আমাদের দৃষ্টিকে যাদুগ্রস্ত করা হয়েছে।

<p>১৬। আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য।</p>	<p>۱۶. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ</p>
<p>১৭। প্রত্যেক অভিযুক্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করি।</p>	<p>۱۷. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ</p>
<p>১৮। আর কেহ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।</p>	<p>۱۸. إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ أَلْسَمَع فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُبِينٌ</p>
<p>১৯। পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং ওতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; আমি ওতে প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন করেছি সুপরিমিতভাবে।</p>	<p>۱۹. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ</p>

২০। আর আমি ওতে
জীবিকার ব্যবস্থা করেছি
তোমাদের জন্য, আর তোমরা
যাদের জীবিকাদাতা নও
তাদের জন্যও।

۲۰. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ
وَمَنْ لَّسْتُ لَهُمْ بِرَازِقِينَ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, এই উঁচু আকাশকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন যা স্থিতিশীল রয়েছে এবং আবর্তনকারী নক্ষত্ররাজি দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত রয়েছে। যে কেহই এটাকে চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টিতে দেখবে সে.ই মহাশক্তিশালী আল্লাহর বহু বিস্ময়কর কাজ এবং শিক্ষণীয় বহু নিদর্শন দেখতে পাবে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ‘বুরূজ’ দ্বারা এখানে নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/৭৭) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন তারকারাজি। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬১)

আতিয়া (রহঃ) বলেন : বুরূজ হচ্ছে ঐ স্থানসমূহ যেখানে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, যেখান থেকে দুষ্ট ও অবাধ্য শাইতানদেরকে প্রহার করা হয়, যাতে তারা উর্ধ্ব-জগতের কোন কথা শুনতে না পারে। (বাগাবী ৩/৪৫) যে সামনে এগিয়ে যায় তার দিকে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। কখনও নিম্নবর্তীর কানে ঐ কথা পৌঁছে দেয়ার পূর্বেই তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কোন কোন সময় এর বিপরীতও হয়ে থাকে। যেমন এই আয়াতের তাফসীরে আবু হুরাইয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যখন আল্লাহ তা‘আলা আকাশে কোন বিষয় সম্পর্কে ফাইসালা করেন তখন মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজেদের ডানা ঝাঁকাতে থাকেন (এবং এমন শব্দ হতে থাকে) যেন তা পাথরের উপর যিঞ্জির (শিকল) পতিত হচ্ছে। অতঃপর যখন তাঁদের অন্তর প্রশান্ত হয় তখন তারা (পরস্পর) বলাবলি করেন : ‘তোমাদের রাব্ব কি বলেছেন?’ উত্তরে বলা হয় : ‘তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন এবং তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ও মহান।’ মালাইকা/ফেরেশতাগণের কথাগুলি গুণ্ডভাবে শোনার উদ্দেশ্যে জিনরা উপরে উঠে যায় এবং এভাবে তারা একের উপর এক

উঠতে থাকে। হাদীস বর্ণনাকারী সাফওয়ান (রাঃ) তাঁর হাতের ইশারায় এভাবে বলেন যে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত করে একটিকে অপরটির উপর রেখে দেন। ঐ শ্রবণকারী জিনটিকে তার নীচের সঙ্গীর কানে সেই কথা পৌঁছানোর পূর্বেই ঐ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড আঘাত করার মাধ্যমে কখনও কখনও খতম করে দেয়। তৎক্ষণাৎ সে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, সে তার পরবর্তীকে এবং তার পরবর্তী তার পরবর্তীকে ক্রমান্বয়ে পৌঁছাতে থাকে এবং এভাবে ঐ কথা যমীন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর তা গণক ও যাদুকরদের কানে এসে পৌঁছে। তারপর তারা এর সাথে শত মিথ্যা কথা জুড়ে দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে। যখন তাদের কারও দু' একটি কথা যা ঘটনাক্রমে আকাশ থেকে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বলে সঠিক রূপে প্রকাশিত হয় তখন লোকদের মধ্যে তার বুদ্ধি ও জ্ঞান গরিমার আলোচনা হতে থাকে। তারা বলাবলি করে : 'দেখ, অমুক লোক অমুক দিন এই কথা বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/২৩১)

এরপর আল্লাহ তা'আলা যমীনের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনিই ওকে সৃষ্টি করেছেন, সম্প্রসারিত করেছেন, ওতে পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন, বন-জঙ্গল ও মাঠ-মাইদান প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা তৈরী করেছেন এবং **مُوزُونٌ** **مِنْ كُلِّ شَيْءٍ** সমস্ত বস্তুকে সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য নির্ধারিত বণ্টন অনুযায়ী তা উৎপন্ন করা হয়। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাকিম ইব্ন উতাইবাহ (রহঃ), হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৭৯-৮১) মহান আল্লাহ বলেন :

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ যমীনে আমি নানা প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। আর আমি ঐ সবগুলিও সৃষ্টি করেছি যাদের জীবিকার ব্যবস্থা তোমরা করনা, বরং আমিই করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ সুতরাং আমি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস, নানা প্রকারের উপকরণ এবং হরেক রকমের শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা তোমাদের জন্য করেছি। আমি তোমাদেরকে আয় উপার্জনের পস্থা শিখিয়েছি। জন্তুগুলিকে আমি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছি। তোমরা ওগুলির গোশত আহার করছ

এবং পিঠে সওয়ারও হচ্ছে। তোমাদের সুখ শান্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি তোমাদের জন্য দাস দাসীরও ব্যবস্থা করেছি। এদের জীবিকার ভার কিন্তু তোমাদের উপর ন্যস্ত নয়। বরং তাদের রিয়্যকদাতাও আমি। আমি বিশ্বজগতের সবারই আহারদাতা।

<p>২১। আমারই কাছে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা সুসম পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।</p>	<p>۲۱. وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ</p>
<p>২২। আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দিই; ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে নেই।</p>	<p>۲۲. وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ</p>
<p>২৩। আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।</p>	<p>۲۳. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ</p>
<p>২৪। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি।</p>	<p>۲۴. وَلَقَدْ عَامِنَا الْمُسْتَغْفِرِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَامِنَا الْمُسْتَخِرِينَ</p>
<p>২৫। তোমার রাব্বই তাদেরকে সমবেত করবেন;</p>	<p>۲۵. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ</p>

তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

আল্লাহর কাছেই রয়েছে সমস্ত কিছুর ভান্ডার

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত কিছুর তিনি একাই মালিক। প্রত্যেক কাজই তাঁর কাছে সহজ। সমস্ত কিছুর ভান্ডার তাঁর কাছে বিদ্যমান রয়েছে। وَمَا كَاجِزٌ تَأْتِيهِ كَاجِزٌ سَهْجٌ। সমস্ত কিছুর ভান্ডার তাঁর কাছে বিদ্যমান রয়েছে।

يُخَوِّفُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ। যেখানে যখন যতটা ইচ্ছা তিনি অবতীর্ণ করেন। তাঁর হিকমাত ও নিপুণতা তিনিই জানেন। বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত। এটা একমাত্র তাঁর মেহেরবানী, নচেৎ এমন কে আছে যে তাঁকে বাধ্য করতে কিংবা তাঁর উপর জোর করতে পারে? ইয়াযীদ ইব্ন আবী যিয়াদ (রহঃ) আবু যুহাইফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর নিয়মিত বৃষ্টি বর্ষণ হতেই আছে। তবে হ্যাঁ, বন্টন আল্লাহ তা'আলার হাতে রয়েছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৭/৮৪) হাকীম ইব্ন উইয়াইনা (রাঃ) হতেও এই উক্তিটিই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন : বৃষ্টির সাথে এত মালাক/ফিরেশতা অবতীর্ণ হন যাদের সংখ্যা মানব ও দানব অপেক্ষা বেশী। তারা বৃষ্টির এক একটি ফোটার খেয়াল রাখেন যে, ওটা কোথায় বর্ষিত হচ্ছে এবং তা থেকে কি উৎপন্ন হচ্ছে।

বাতাসের উপকারিতা

মহান আল্লাহ বলেন : وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ ۖ آمِنِمْ مَعَهَا مَا يَكُونُ لَكُمْ مِنْهَا ضَرْبٌ وَلَا تَسْأَلُكُمْ فِيهَا مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا يَكُونُ لَكُمْ مِنْهَا ضَرْبٌ وَلَا تَسْأَلُكُمْ فِيهَا مِنْهَا شَيْءٌ। আমি মেঘমালাকে বৃষ্টি দ্বারা ভারী করে দিই। তখন তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে। বাতাস প্রবাহিত হয়ে গাছপালাকে সিক্ত করে দেয়। ফলে ওগুলিতে পাতা ও কলি ফুটে ওঠে। এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এখানে رِيحٍ لَوَاقِحَ বলা হয়েছে অর্থাৎ এর বিশেষণকে বহু বচনে ব্যবহার করা হয়েছে। আর বৃষ্টিশূন্য বায়ুকে বলা হয়েছে رِيحٍ عَقِيمٍ অর্থাৎ এর বিশেষণকে এক বচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বৃষ্টিপূর্ণ বায়ুর বিশেষণকে বহু বচনরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশী ফলদায়ক হওয়া। বৃষ্টি বর্ষণ কম পক্ষে দু'টি জিনিস ছাড়া সম্ভব নয়। বাতাস প্রবাহিত হয় এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে আকাশে পানি উঠিয়ে নেয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : আকাশ হতে পানি বহনকারী বাতাস প্রেরণ করা হয়। অতঃপর উহা ঘন মেঘে পরিণত হয় এবং সবশেষে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যেমনভাবে গর্ভবতী উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করার পর দুধ দিতে থাকে। (তাবারী ১৭/৮৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/৮৭) যাহহাক (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মেঘের সৃষ্টি করে বাতাস দ্বারা ত্বরিত করেন। অতঃপর উহা ঘনীভূত হয় এবং ভারী হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে। (তাবারী ১৭/৮৮) উবাইদ ইব্ন উমাইর আল লাইসী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বাতাস প্রেরণ করেন যা সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। ঐ বাতাস মেঘকে (পানীয় বাষ্পকে) উপরে তুলে নিয়ে যায়। অতঃপর মেঘের পর মেঘ জমা হয়ে (উপরের) ঠান্ডা বাতাসের কারণে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, ফলে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও গাছ-পালা জন্ম লাভ করে।

এরপর তিনি وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৭/৮৮)

নির্মল পানি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَاسْفَيْنَا كُمُوهُ আমি তোমাদেরকে তা পান করতে দিই। অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর মিষ্টি পানি বর্ষণ করি যাতে তোমরা তা পান করতে পার এবং অন্য কাজে লাগাতে পার। আমি ইচ্ছা করলে ওকে তিক্ত ও লবণাক্ত করে দিতে পারি। যেমন সূরা ওয়াকি'আহর আয়াতে রয়েছে :

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

তোমরা যে পানি পান কর সেই সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না কি আমি ওটা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ৬৮-৭০) অন্যত্র রয়েছে :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। (সূরা নাহল, ১৬ : ১০) আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে নেই) অর্থাৎ তোমরা এ জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছনা, বরং আমিই ওকে পৃথিবীতে প্রেরণ করি, তোমাদের জন্য ওকে রক্ষণাবেক্ষণ করি। ফলে ওর পানি দ্বারা তোমাদের নদ-নদী, পুকুর এবং অন্যান্য পানির আঁধারসমূহ পূর্ণ করে দিই এবং তোমরা তা থেকে উপকার লাভ কর। আল্লাহ চাইলে তিনি তোমাদের থেকে তা তুলে নিতে পারেন। এটা শুধু মাত্র আমার করুণা যে, আমি ওকে বর্ষণ করি, রক্ষা করি, মিষ্টি করি এবং স্বচ্ছ ও নির্মল করি এবং ওর দ্বারা ঝর্ণা, কূপ, নদী এবং অন্যান্য আঁধার পূর্ণ করি। যেমন তোমরা নিজেরা পান কর এবং তোমাদের জন্তুগুলিকে পান করাও। আর তা জমিতে সেচ কর, বাগান তৈরী কর এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার কর।

সৃষ্টি করা এবং পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَنَا لَنُحْيِيَنَّكَ وَنُحْيِي وَنُؤْتِي وَأَنَا لَنَمُوتَنَّكَ وَنُؤْتِي وَأَنَا لَنَمُوتَنَّكَ وَنُؤْتِي وَأَنَا لَنَمُوتَنَّكَ আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা আমিই করেছি এবং পুনরায় সৃষ্টি করতে আমিই সক্ষম। আমিই সব কিছু অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছি। আবার সবকিছুকে আমি অস্তিত্বহীন করে দিব। এরপর কিয়ামাতের দিন সবাইকে উঠাবো। যমীন ও যমীনবাসীদের ওয়ারিস আমিই। সবাইকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ (আমরা জানতাম যে তোমাদের মধ্যে যারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই খবর আমি রাখি।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : পূর্ববর্তীদের দ্বারা এই যামানার পূর্ববর্তী সকল লোককেই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আদম (আঃ) পর্যন্ত সবাই। আর পরবর্তীদের দ্বারা এই যুগ এবং এই যুগের পরবর্তী সমস্ত যুগের লোককে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোক আসবে সবাই। (তাবারী ১৭/৯১) ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবন কা'ব

মুজাহিদ (রহঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে, গন্ধযুক্ত মাটিকে **حَمًا** বলা হয়।

مَسْنُونٌ বলা হয় মসৃণ মাটিকে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ মানুষের পূর্বে আমি জিনকে প্রথর শিখায়ুক্ত অগ্নি

থেকে সৃষ্টি করেছি। **سَمُومٌ** বলা হয় আগুনের গরম তাপকে এবং **حَرُورٌ** বলা হয় দিনের গরমকে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : ইহা হল ধূমহীন আগুনের শিখা যা মানুষকে মেরে ফেলে। (তাবারী ১৭/৯৯) আবু দাউদ তায়ালিসী (রহঃ) বলেন যে, আবু ইসহাক (রহঃ) হতে শু'বাহ (রহঃ) তাদেরকে বর্ণনা করেছেন : উমার আল আসাম (রহঃ) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন আমরা তাকে দেখতে যাই। তিনি তখন বলেন : আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি যা আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে শুনেছি। অতঃপর তিনি বলেন : বর্ণিত এই ধূমহীন আগুন হল সেই ধূমহীন আগুনের তেজের সত্তর ভাগের এক ভাগ যে ধূমহীন আগুন থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন **وَالْجَانَّ**

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রথর শিখায়ুক্ত অগ্নি হতে। (তাবারী ১৬/২১)

সহীহ হাদীসে এসেছে : মালাইকাকে নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে শিখায়ুক্ত আগুন হতে, আর আদমকে (আঃ) তা থেকে সৃষ্টি করে হয়েছে যা তোমাদের সামনে বর্ণিত আছে। (মুসলিম ৪/২২৯৪) এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আদমের (আঃ) ফাযীলাত ও শারারাত এবং তার সৃষ্টির উপাদানের পবিত্রতার বর্ণনা দেয়া।

২৮। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন : আমি ছাঁচে ঢালা গুঁড় ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।

۲۸. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِّقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

২৯। যখন আমি তাকে সূঠাম করব এবং তাতে

۲۹. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ

আমার রুহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাহবনত হও।	مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
৩০। মালাইকা/ফিরেশতাগণ সবাই একত্রে সাজদাহ করল।	۳۰. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
৩১। কিন্তু ইবলীস করলনা, সে সাজদাহকারীদের অন্ত ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।	۳۱. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
৩২। (আল্লাহ) বললেন : হে ইবলীস! তোর কি হল, তুই কেন সাজদাহকারীদের অন্ত ভুক্ত হলিনা?	۳۲. قَالَ يَتَّبِعُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
৩৩। সে উত্তরে বলল : ছাঁচে ঢালা গুঁড় ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে যে মানুষ আপনি সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সাজদাহ করার নই।	۳۳. قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ

আদমের (আঃ) সৃষ্টি, মালাইকার সাজদাহ করতে আদেশ এবং ইবলীসের বিরুদ্ধাচরণ

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আদমের (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে মালাইকা/ফিরেশতাদের সামনে তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর তাঁকে সৃষ্টি করে তাদের সামনে তার মর্যাদা প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে তাঁকে সাজদাহ করার নির্দেশ দেন। ইবলীস ছাড়া সবাই তাঁর এ নির্দেশ মেনে নেন।

অভিশপ্ত ইবলীস তাঁকে সাজদাহ করতে অস্বীকার করে। সে কুফরী, হিংসা এবং অহংকার করে। সে স্পষ্টভাবে বলে দেয় :

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

আমি হলাম আগুনের তৈরী এবং আদম হল মাটির তৈরী। অতএব আমি তাঁকে সাজদাহ করতে পারিনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২)

أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ

লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬২)

<p>৩৪। (আল্লাহ) বললেন : তাহলে তুই এখান হতে বের হয়ে যা, কারণ তুই অভিশপ্ত।</p>	<p>৩৪. قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ</p>
<p>৩৫। কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি রইলো লা'নত।</p>	<p>৩৫. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ</p>
<p>৩৬। ইবলীস বলল : হে আমার রাব্ব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।</p>	<p>৩৬. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ</p>
<p>৩৭। আল্লাহ বললেন : তোকে অবকাশ দেয়া হল -</p>	<p>৩৭. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ</p>
<p>৩৮। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।</p>	<p>৩৮. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ</p>

জান্নাত থেকে ইবলীসের বহিস্কার এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তার জীবন (হায়াত) লাভ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজের শাসনের নির্দেশ জারী করলেন যা কেহ কখনও টলাতে পারেনা। তিনি ইবলীসকে নির্দেশ দিলেন : তুই এই উত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন দল থেকে দূর হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত হয়ে গেলি। কিয়ামাত পর্যন্ত তোর উপর সব সময় লান'ত হতে থাকবে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তৎক্ষণাৎ ইবলীসের আকৃতি মালাকের পরিবর্তে অন্য কিছু হয়ে যায় এবং সে বিলাপ করতে শুরু করে যা ঘন্টাবধির মত শোনায। কিয়ামাত পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত ঘন্টাবধির সুরই ইবলীসের ঐ বিলাপেরই অংশ। ইব্ন আবী হাতিম এ কথা বর্ণনা করেছেন।

<p>৩৯। সে বলল : হে আমার রাব্ব! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কাজকে শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব।</p>	<p>৩৯. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ</p>
<p>৪০। তবে তাদের মধ্য হতে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত।</p>	<p>৪০. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ</p>
<p>৪১। তিনি বললেন : এটাই আমার নিকট পৌছার সরল পথ।</p>	<p>৪১. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ</p>
<p>৪২। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা</p>	<p>৪২. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ</p>

ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবেনা।	عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ
৪৩। অবশ্যই তোর অনুসারীদের সবারই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম।	٤٣. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ
৪৪। ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।	٤٤. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ

মানব জাতিকে বিপদগামী করার ইবলীসের প্রতিজ্ঞা এবং আল্লাহর ওয়াদা হল ইবলীসকে জাহান্নামে পাঠানো

আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার খবর দিয়ে বলেন, সে
শপথ করে বলে : بِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لِاَزِيْنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا غُوِيْنَهُمْ اَجْمَعِيْنَ
হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে বিপদগামী করলেন সেহেতু আমি
পৃথিবীতে বানী আদমের নিকট আপনার বিরোধিতা ও অবাধ্যতামূলক কাজকে
শোভনীয় করে তুলব এবং তাদেরকে উৎসাহিত করে আপনার বিরুদ্ধাচরণে
জড়িয়ে ফেলব। সকলকেই পথভ্রষ্ট করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। اِلَّا
তবে হ্যাঁ, যারা আপনার খাঁটি ও একনিষ্ঠ বান্দা তাদের
উপর আমার কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা। যেমন অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ
ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেন :

اَرٰىيَتَكَ هٰذَا الَّذِى كَرَّمْتَ عَلٰى لٰىنٍ اٰخَرْتَنِيْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
لَا حَتٰىكَ ۚ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا

লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬২) উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ধমকের সুরে বলেন :

هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ এটাই আমার নিকট পৌছার সরল পথ। অর্থাৎ তোমাদের সকলকে আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করব। ভাল হলে ভাল বিনিময় পাবে এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময় পাবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার উক্তি রয়েছে :

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

তোমার রাব্ব অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা ফাজ্র, ৮৯ : ১৪)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌছায়। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯) ঘোষিত হচ্ছে :

إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবেনা। ইয়াযীদ ইব্ন কুসাইত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবীদের (আঃ) মাসজিদ তাঁদের গ্রামের বাইরে থাকত। যখন তাঁরা তাঁদের রবের নিকট থেকে কোন বিশেষ বিষয় জানতে চাইতেন তখন সেখানে গিয়ে তাঁরা আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক নির্ধারিত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর প্রার্থনা জানাতেন। একদিন একজন নাবী তার মাসজিদে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ ইবলীস তাঁর ও তাঁর কিবলার মাঝে বসে পড়ে। তখন ঐ নাবী তিন বার বলেন :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

‘আমি বিতাড়িত শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।’ তখন আল্লাহর শত্রু নাবীকে বলে : আপনি কি জানেন যে, আপনি যার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছেন সে আমিই? তখন ঐ নাবী (আঃ) আবার বললেন : আমি অভিশপ্ত শাইতান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এভাবে তিনি তিনবার বললেন। তখন আল্লাহর শত্রু (ইবলীস) বলল : আপনি আমাকে বলুন যে, কোন বিষয় হতে আমার ব্যাপারে আশ্রয় চাচ্ছেন। নাবী (আঃ) তখন তাকে বললেন : ‘তুমি বরং আমাকে খবর দাও, কিভাবে তুমি বানী আদমের উপর জয়যুক্ত হয়ে থাক।’

এভাবে তারা একে অপরকে আগে জবাব দেয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নাবী (আঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

نِشْচয়ই إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা। তখন আল্লাহর দুশমন ইবলীস বলল : এটা তো আমি আপনার জন্মেরও পূর্ব হতে জানি। তার এ কথা শুনে নাবী (আঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَمَا يَنْزَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যদি শাইতানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর শরণাপন্ন হবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০০) আল্লাহর শপথ! আমার কাছে তোর আগমনের খবর জানা থাকেনা, কিন্তু তার আগেই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি। আল্লাহর শত্রু তখন বলল : আপনি সত্য বলেছেন, এর দ্বারাই আপনি আমার (কুমন্ত্রণা) হতে মুক্তি পাবেন। অতঃপর নাবী (আঃ) তাকে বললেন : 'এবার বল, কিভাবে তুই বানী আদমের উপর জয়যুক্ত হয়ে থাকিস। সে বলল : আমি ক্রোধ ও কু-প্রবৃত্তির সময় তাকে পাকড়াও করি। (তাবারী ১৭/১০৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
অবশ্যই তোর অনুসারীদের সবারই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। যেমন কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে রয়েছে :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالْنَارُ مَوْعِدُهُ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ : ১৭)

জাহান্নামের দরজা সাতটি

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : ওর (জাহান্নামের) সাতটি দরজা রয়েছে।
لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ
প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।
প্রত্যেক দরজা দিয়ে গমনকারী ইবলীসী দল নির্ধারিত রয়েছে, নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তাদের দরজা বন্টন করা আছে। তাদের কেহকে এ ব্যাপারে পছন্দ করার কোন সুযোগ দেয়া হবেনা।

সামুরা ইব্ন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
 لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন : আগুন
 জাহান্নামবাসীদের কারও কারও হাটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, কারও পৌঁছবে কোমর
 পর্যন্ত এবং কারও পৌঁছবে কাঁধ পর্যন্ত। মোট কথা, এ সব তাদের আমল
 অনুপাতে হবে।

৪৫। নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবন বহুল জান্নাতে।	٤٥. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
৪৬। তাদেরকে বলা হবে : তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে প্রবেশ কর।	٤٦. أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ
৪৭। আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব; তারা ভ্রাতৃত্বাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে।	٤٧. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ
৪৮। সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবেনা এবং তারা সেখান হতে বহিস্কৃতও হবেনা।	٤٨. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ
৪৯। আমার বান্দাদেরকে বলে দাও : নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	٤٩. نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
৫০। আর নিশ্চয়ই আমার শান্তি; তা অতি মর্মভঙ্গদ শান্তি।	٥٠. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْأَلِيمُ

জান্নাতীদের বর্ণনা

জাহান্নামবাসীদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখানে জান্নাতবাসীদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, জান্নাতীরা এমন এক জায়গায় অবস্থান করবে যেখানে বাগান ও প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে বলা হবে :

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে প্রবেশ কর। এখন তোমরা সমস্ত বিপদ থেকে বেঁচে গেছ। তোমরা সর্বপ্রকারের ভয়ভীতি ও দূশ্চিন্তা থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এখানে না আছে নি'আমাত নষ্ট হওয়ার ভয়, আর না আছে এখান থেকে বহিস্কৃত হওয়ার আশংকা এবং না আছে কিছু কমে যাওয়ার ও ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা।

আল কাসিম বর্ণনা করেন যে, আবু উমামাহ (রহঃ) বলেছেন : পৃথিবীতে বসবাস করার সময় মানুষের অন্তরে যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল তা নিয়ে জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদেরকে একত্রিত করা হবে এবং তাদের মনে যে ঘৃণার ভাব থাকবে আল্লাহ সুবহানাহু তা দূর করে দিবেন।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ (তাবারী ১৭/১০৭) অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

غُلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব; তারা ভ্রাতৃত্বাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করবে। কিন্তু আল কাসিম ইবন আবদুর রাহমানকে (রহঃ) আবু উমামাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে দুর্বল মনে করা হয়। অবশ্য সহীহ হাদীসের শর্তে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন : আবু আল মুতাওয়াঙ্কিল আন নাযী (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাদেরকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানের পর জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত পুলের উপর আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় যে তারা একে অপরের উপর যুল্ম করেছিল তার প্রতিশোধ তারা একে অপর হতে গ্রহণ করবে। অতঃপর তারা যখন হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত অন্তরের অধিকারী হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। (বুখারী ৬৫৩৫)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ কোন ক্লান্তি কিংবা অবসাদ তাদেরকে আচ্ছন্ন করবেনা। তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হবেনা। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন খাদীজাকে (রাঃ) জান্নাতে সোনার একটি ঘরের সুসংবাদ দেই যেখানে কোন শোরগোল থাকবেনা এবং কোন দুঃখ-কষ্টও থাকবেনা।’ (ফাতহুল বারী ৭/১৬৬, মুসলিম ৪/১৮৮-৭) অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে, তাদেরকে স্থান পরিবর্তনের জন্য বলা হবেনা।

এই জান্নাতীদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবেনা। যেমন হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতীদেরকে বলা হবে : ওহে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা; সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যু বরণ করবেনা, সর্বদা যুবকই থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা, চিরকাল এখানেই অবস্থান করবে, কখনও এখানে হতে বের হবেনা। (মুসলিম ৪/২১৮২)

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

সেখানে তারা স্থায়ী হবে; তা হতে স্থানান্তর কামনা করবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ১০৮) মহান আল্লাহ বলেন :

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (হে নাবী)! আমার বান্দাদেরকে খবর দাও : নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, আবার আমার শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও বটে। এ ধরনের আরও আয়াত ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মু‘মিনদেরকে (জান্নাতের শান্তির) আশার সাথে সাথে (জাহান্নামের শাস্তির) ভয়ও রাখতে হবে।

৫১। আর তাদেরকে বল : ইবরাহীমের অতিথিদের কথা।	৫১. وَنَبِّئْهُمْ عَنِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ
৫২। যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : ‘সালাম’ তখন সে বলেছিল : আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত।	৫২. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
৫৩। তারা বলল : ভয় করনা, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী	৫৩. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ

পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।	بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
৫৪। সে বলল : তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ষিক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে সুসংবাদ দিচ্ছ?	٥٤. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسِّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ
৫৫। তারা বলল : আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি নিরাশ হয়েনা।	٥٥. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ
৫৬। সে বলল : যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার রবের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়?	٥٦. قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِّن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির আগমন এবং তঁার পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের সম্পর্কে খবর দাও।

دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : ‘সালাম’ তখন সে বলেছিল : আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত। এই অতিথিগণ ছিলেন মালাক/ফিরেশতা, যারা মানুষের রূপ ধরে সালাম করে ইবরাহীমের (আঃ) কাছে হাযির হন। ইবরাহীম (আঃ) তাঁদের জন্য গো-বৎস যবাহ করেন এবং গোশত ভাজি করে তাঁদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, তাঁরা হাত বাড়াচ্ছেন না তখন তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং তিনি বলেন : ‘আমিতো আপনাদেরকে ভয় করছি। মালাইকা তখন তাঁকে নিরাপত্তা দান করে বললেন : فَالُوا لَا تَوْجَلْ আপনার ভয়ের কোন

কারণ নেই। অতঃপর তাঁরা তাঁকে ইসহাকের (আঃ) জন্ম লাভের শুভ সংবাদ দান করেন। যেমন সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে। তখন তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর স্ত্রীর বার্ষিক্যকে সামনে রেখে স্থায়ী বিস্ময় দূরীকরণার্থে এবং ওয়াদাকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন :

أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمِ تَبَشِّرُونَ এই (বার্ষিক্য) অবস্থায়ও কি আমার সন্তান লাভ করা সম্ভব? মালাইকা উত্তরে দৃঢ়তার সাথে ওয়াদার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তাকে নিরাশ না হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন : قَالُوا تَارَا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَانِطِينَ তারা বলল : আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি নিরাশ হয়েনা। তখন তিনি নিজের মনের বিশ্বাসকে প্রকাশ করে বলেন : আমি নিরাশ হইনি। বরং আমি বিশ্বাস রাখি যে, আমার রাব্ব আল্লাহ এর চেয়েও বড় কাজের ক্ষমতা রাখেন।

৫৭। সে বলল : হে প্রেরিতগণ! অতঃপর তোমরা কি বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছ?	৫৭. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
৫৮। তারা বলল : আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে।	৫৮. قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ
৫৯। তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই তাদের সকলকে রক্ষা করব।	৫৯. إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ
৬০। কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।	৬০. إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ

মালাইকার আগমনের কারণ

আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যখন তাঁর ভয় দূর হয়ে গেল এবং সুসংবাদও প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি মালাইকাকে তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বললেন : **إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ** আমরা লূতের (আঃ) অপরাধী কাওমের বন্তি উল্টে দেয়ার জন্য এসেছি। কিন্তু লূতের (আঃ) পরিবারবর্গ রক্ষা পাবে। তবে তাঁর স্ত্রী রক্ষা পাবেনা, সে কাওমের সঙ্গেই রয়ে যাবে এবং তাদের সাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬১। মালাইকা যখন লূত পরিবারের নিকট এলো	<p>৬১. فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ</p>
৬২। তখন লূত বলল : তোমরাতো অপরিচিত লোক।	<p>৬২. قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ</p>
৬৩। তারা বলল : না, তারা যে বিষয়ে সন্দিদ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তা নিয়ে এসেছি।	<p>৬৩. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ</p>
৬৪। আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।	<p>৬৪. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ</p>

লূতের (আঃ) কাছে মালাইকার আগমন

আল্লাহ তা‘আলা লূত (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন মালাইকা তাঁর কাছে তরুণ সুদর্শন যুবকের রূপ ধরে আগমন করেন তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন : **إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ**। **قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا** **كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ**। আপনারাতো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক। তখন মালাইকা গোপন রহস্য প্রকাশ করে

বললেন : **وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ** যা আপনার কাওম অস্বীকার করেছিল এবং যার আগমন সম্পর্কে তারা সন্দিগ্ধ ছিল, আমরা সেই সত্য বিষয় এবং অকাট্য হুকুম নিয়ে আগমন করেছি। আর মালাইকা সত্য বিষয়সহই আগমন করে থাকে এবং আমরাও সত্যবাদী। যে খবর আমরা আপনাকে দিচ্ছি তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আপনি (স্বপরিবারে) রক্ষা পেয়ে যাবেন, আর আপনার এই কাফির কাওম ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬৫। সুতরাং তুমি রাতের শেষ প্রহরে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছন ফিরে না তাকায়, তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হয়েছে সেখানে চলে যাও।

٦٥. فَاسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَرَھُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ

৬৬। আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।

٦٦. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ

লূতকে (আঃ) তাঁর পরিবারসহ রাতে স্থান ত্যাগ করতে বলা হল

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, মালাইকা লূতকে (আঃ) বলেন : রাতের কিছু অংশ কেটে গেলেই আপনি আপনার নিজের লোকজনকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বেন। আপনি স্বয়ং তাদের পিছনে থাকবেন যাতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ভালভাবে করতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও এই নিয়মই

ছিল যে, তিনি সেনাবাহিনীর পিছনে পিছনে চলতেন যাতে দুর্বল লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। এরপর লূতকে (আঃ) বলা হচ্ছে :

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ যখন তোমার কাওমের উপর শাস্তি নেমে আসবে এবং তাদের চিৎকার ধ্বনি শোনা যাবে তখন কিছুতেই তাদের দিকে ফিরে তাকাবেনা। তাদেরকে ঐ শাস্তির অবস্থায় ফেলে দিয়েই তোমাদেরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ সুতরাং তোমরা কোন দ্বিধা সংকোচ না করেই চলে যাবে। সম্ভবতঃ তাঁদের সাথে কেহ ছিলেন, যিনি তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ লূতকে আমি পূর্বেই বলে দিয়েছিলাম যে, ঐ লোকগুলিকে সকালের পূর্বক্ষণেই ধ্বংস করা হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

তাদের (শাস্তি দানের) প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে সকাল বেলা, সকাল কি নিকটবর্তী নয়? (সূরা হুদ, ১১ : ৮১)

৬৭। নগরবাসীরা আনন্দোন্মাদ হয়ে উপস্থিত হল।	৬৭. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
৬৮। সে বলল : নিশ্চয়ই এরা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বেইয্যত করনা।	৬৮. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ
৬৯। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে লজ্জিত করনা।	৬৯. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ
৭০। তারা বলল : আমরা কি দুনিয়াবাসী লোককে আশ্রয়	৭০. قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ

দিতে আপনাকে নিষেধ করিনি?	أَلْعَلَّمِينَ
৭১। লূত বলল : একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে।	۷۱. قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
৭২। তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত্ত ছিল।	۷۲. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

শহরের অসৎ লোকেরা মালাইকাকে মানুষ মনে করে তাদের কাছে ধাবিত হল

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, লূতের (আঃ) বাড়ীতে সুদর্শন তরুণ যুবকগণ অতিথি হিসাবে আগমন করেছেন, এ খবর যখন তাঁর কাওমের লোকেরা জানতে পারল তখন তারা খারাপ লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে অত্যন্ত আনন্দ চিন্তে তাঁর বাড়ীতে দৌড়ে এলো। আল্লাহর নাবী লূত (আঃ) তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বললেন :

وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُوا তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করনা। স্বয়ং লূতও (আঃ) জানতেননা যে, তার অতিথিগণ আল্লাহর মালাক/ফেরেশতা, যেমন সূরা হুদে রয়েছে। যদিও এরও বর্ণনা এখানে পরে হয়েছে এবং মালাইকার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা ক্রমপর্যায় উদ্দেশ্য নয়। আর وَآو অক্ষরটি তরতীব বা ক্রম বিন্যাসের জন্য আসেওনা, বিশেষ করে এমন ক্ষেত্রে যেখানে ওর বিপরীত দলীল বিদ্যমান থাকে। লূত (আঃ) তার কাওমকে বললেন : فَلَا أَوْلَكَ نَنْهَكَ عَنْ تَفْضَحُونَ আমাকে তোমরা অপদস্থ করনা। তারা উত্তরে বলে : أَوْلَكَ نَنْهَكَ عَنْ تَفْضَحُونَ আপনার যখন এটা খেয়াল ছিল তখন আপনি এদেরকে অতিথি হিসাবে আপনার বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন কেন? আমরাতো আপনাকে পূর্বেই নিষেধ

করেছিলাম। তখন তিনি তাদেরকে আরও বুঝিয়ে বললেন : তোমাদের স্ত্রীগণ, যারা আমার কন্যা সমতুল্য, তারাই তোমাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পাত্র, এরা নয়। এর পূর্ণ বিবরণ আমরা বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

যেহেতু ঐ লোকগুলি কাম-বাসনায় উন্মত্ত ছিল এবং আল্লাহর শাস্তির যে ফাইসালা তাদের মস্তকোপরি ঝুলছিল, তা থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, সেই হেতু আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শপথ করে তাদের এই অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। لَعْمَرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ

يَعْمَهُونَ তোমার জীবনের শপথ! ওরাতো আপন নেশায় মত্ত ছিল। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যধিক মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে।

আমর ইব্ন মালিক আন নাকারী (রহঃ) আবুল যাওজা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তার যতগুলি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান আর কেহই নেই। মহান আল্লাহ একমাত্র তাঁরই জীবনের শপথ ছাড়া আর কারও জীবনের শপথ করেননি। سَكْرَةً দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা। তাতেই তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরছে।

৭৩। অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।	۷۳. فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
৭৪। সুতরাং আমি জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করলাম।	۷۴. فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
৭৫। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।	۷۵. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

	لِّلْمُتَوَسِّمِينَ
৭৬। ওটা লোক চলাচলের পথপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।	۷۶. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ
৭৭। অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।	۷۷. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

লূতের (আঃ) কাওম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল

আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ সূর্যোদয়ের সময় এক ভীষণ শব্দ এলো এবং সাথে সাথে তাদের বস্তুগুলি উর্ধ্বে উত্থিত হল। আকাশের নিকট পৌঁছে সেখান থেকে ওগুলিকে উল্টে দেয়া হল, উপরের অংশ নীচে এবং নীচের অংশ উপরে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ শুরু করল। সূরা হুদে এটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

يَا دَعِرِ الْفِي ذَلِكِ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ যাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তাদের জন্য এই বস্তুগুলির ধ্বংসের মধ্যে বড় বড় নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের লোকেরাই এ সব বিষয় থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এগুলির প্রতি লক্ষ্য করে এবং চিন্তা গবেষণা করে নিজেদের অবস্থা সুন্দর করে নেয়। (তাবারী ১৭/১২০)

সমকামীদের অভিশপ্ত শহরটির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান

মহান আল্লাহ বলেন : وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ওটা লোক চলাচলের পথপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। অর্থাৎ লূতের (আঃ) কাওমের যে বস্তির উপর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শাস্তি নেমে এসেছিল এবং ওটাকে উল্টে দেয়া হয়েছিল তা আজও একটা নিদর্শন (মৃত সাগর বা Dead Sea) রূপে বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা রাতদিন সেখান দিয়ে চলাচল করে থাক। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এখনও তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছনা!

وَأَنكُم لَتَمُوتُنَّ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ. وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরাতো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাক সকালে এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবেনা? (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৩৭-১৩৮) মোট কথা, প্রকাশ্যভাবে লোক চলাচলের পথে ঐ বস্তির ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজের লোকদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং স্বীয় শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন, এটা একটা স্পষ্ট নিদর্শন।

৭৮। আর 'আইকা'বাসীরাও তো ছিল সীমা লংঘনকারী।

۷۸. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

لَظَالِمِينَ

৭৯। সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। ওদের উভয়ইতো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত।

۷۹. فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُم وَإِنَّهُمَا

لِبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

শু'আইবের (আঃ) সময় 'আইকা'বাসীরা ধ্বংস হয়েছিল

'আসহাবে 'আইকা' দ্বারা শু'আইবের (আঃ) কাওমকে বুঝানো হয়েছে। যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন, 'আইকা' বলা হয় গাছের ঝাড়কে। শির্ক, ও কুফরী ছাড়াও তাদের অত্যাচারমূলক কাজ ছিল এই যে, তারা লুণ্ঠন করত এবং মাপে ও ওয়নে কম করত। তাদের বসতিটি লূতের (আঃ) কাওমের বস্তির নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। তাদের যুগটিও ছিল লূতের (আঃ) যুগের নিকটতম যুগ। তাদের দুষ্কর্ম এবং অবাধ্যতার কারণে তাদের উপরও প্রচণ্ড চিৎকার ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি নেমে এসেছিল। এ ছাড়া ভূমিকম্প এবং বজ্রপাতের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস সাধিত হয়। এই উভয় বস্তুই লোক চলাচলের পথে অবস্থিত ছিল। শু'আইব (আঃ) স্বীয় কাওমকে ভয় প্রদর্শন করতে গিয়ে

বলেছিলেন : **وَأَنهَآ لَبِيسِيلٌ مُّقِيمٌ** লূতের (আঃ) কাওমের যুগতো তোমাদের যুগ হতে বেশী দূরের যুগ নয়। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَنهَآ لَيَامَامٌ مُّبِينٌ (ওদের উভয়ই প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন : চলাচলের পথ থেকেই ঐ সমস্ত স্থান দেখতে পাওয়া যায়। (তাবারী ১৭/১২৫) শু‘আইব (আঃ) যখন তাঁর কাওমকে সাবধান করেছিলেন তখন বলেছিলেন :

وَمَا قَوْمٌ لُّوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ

আর লূতের কাওমতো তোমাদের হতে দূরে (যুগে) নয়। (সূরা হুদ, ১১ : ৮৯)

৮০। হিজ্রবাসীরা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।	১০. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ
৮১। আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল।	১১. وَأَتَيْنَهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
৮২। তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত নিরাপদ বসবাসের জন্য।	১২. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ
৮৩। অতঃপর প্রভাতকালে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল।	১৩. فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
৮৪। সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি।	১৪. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

হিজরবাসী ছামূদ জাতির ধ্বংসের বর্ণনা

আসহাবুল হিজর' দ্বারা ছামূদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের নাবী সালিহকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এটা স্পষ্ট কথা যে, একজন নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা যেন সমস্ত নাবীকেই মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। এ জন্যই বলা হয়েছে, তারা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের কাছে এমন মু'জিয়া' এসে পড়ে যার দ্বারা সালিহর (আঃ) সত্যবাদিতা তাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন একটি কঠিন পাথরের পাহাড়ের মধ্য থেকে একটি উষ্ট্রী বের হওয়া, যা তাদের শহরে বিচরণ করত। একদিন ওটা পানি পান করত, আর পরের দিন ঐ শহরবাসীরা পানি পান করত। তথাপি ঐ লোকগুলি বাঁকা পথেই চলতে থাকে, এমনকি তারা ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেলে। ঐ সময় সালিহ (আঃ) তাদেরকে বলেন :

تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই। (সূরা হুদ, ১১ : ৬৫)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১৭)

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ তারা শুধুমাত্র নিজেদের শক্তি ও বাহাদুরি প্রদর্শন এবং গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হয়েই পাহাড় কেটে কেটে তাদের গৃহ নির্মাণ করেছিল, প্রয়োজনের তাগিদে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারুকে যাওয়ার পথে যখন ঐ লোকদের বাসভূমি অতিক্রম করেন তখন তিনি মাথা ঢেকে নেন এবং স্বীয় সওয়ারীকে দ্রুত বেগে চালিত করেন। আর স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন : 'যাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের বস্তুগুলি ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিক্রম কর। কান্না না এলেও কান্নার ভান কর। না জানি হয়ত তোমরাও ঐ শাস্তির শিকারে পরিণত হয়ে যাও।' (আহমাদ ২/৯১)

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ যা হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক চতুর্থ দিন সকালে আল্লাহর শাস্তি ভীষণ শব্দের রূপ নিয়ে

তাদের উপর এসে পড়ল। ঐ সময় তাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ তাদের কোনই কাজে আসেনি। যে সব শস্যক্ষেত ও ফল-মূলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং ওগুলিকে বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশে ঐ উদ্ভীটির পানি পান অপছন্দ করে ওকে তারা হত্যা করেছিল তা সেই দিন নিষ্ফল প্রমাণিত হয় এবং মহামহিমাম্বিত আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

<p>৮৫। আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের অন্তবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি; এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।</p>	<p>১৫. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ</p>
<p>৮৬। নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।</p>	<p>১৬. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ</p>

কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীর সৃষ্টি, এরপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ (আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের অন্তবর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি; এবং কিয়ামাত অবশ্যম্ভাবী) আমি সমস্ত মাখলুককে পরিমিত রূপে সৃষ্টি করেছি। কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩১)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ : ২৭)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১১৫-১১৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন পরম সৌজন্যের সাথে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেন। আর তিনি যেন তাদের দেয়া কষ্ট এবং তাদের মিথ্যা প্রতিপন্থকরণ সহ্য করেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল : সালাম! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮৯) এই নির্দেশ জিহাদ ফারুয় হওয়ার পূর্বে ছিল। এর কারণ হিসাবে তারা বলেন যে, এটা হচ্ছে মাক্কী আয়াত, আর জিহাদ ফারুয় হয়েছে মাদীনায় হিজরাতের পর। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

এ আয়াত থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন চাইবেন তখনই এই পৃথিবী ধ্বংস করে নতুন এক পৃথিবী সৃষ্টি করতে সক্ষম। কারণ সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টি-রহস্য তাঁর জানা। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়া অণু পরমাণুকেও তিনি একত্রিত করে তাতে জীবন দানে সক্ষম। তাই নতুন করে সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন কোন কাজ নয়। কোন কিছুই তাঁর অসাধ্য নয়। যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেন :

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ
 بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
 فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮১-৮৩)

৮৭। আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহা-কুরআন।

۸۷. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ
 الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ

৮৮। আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করনা; তাদের জন্য তুমি ক্ষোভ করনা; তুমি মু'মিনদের জন্য তোমার বাহু অবনমিত কর।

۸۸. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا
 مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا
 تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ
 جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

কুরআন একটি নি‘আমাত তা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : হে নাবী! আমি যখন তোমাকে কুরআনুল হাকীমের ন্যায় অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী সম্পদ দান করেছি তখন তোমার জন্য মোটেই শোভনীয় নয় যে, তুমি কাফিরদের পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাবে। এ সব কিছু ক্ষণস্থায়ী মাত্র। শুধু পরীক্ষা স্বরূপ কয়েকদিনের জন্য মাত্র তাদেরকে এগুলি দেয়া

হয়েছে। সাথে সাথে তোমার পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তুমি তাদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত হবে। তবে হ্যাঁ, তোমার উচিত যে, তুমি মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও কোমল হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ২১৫)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১২৮)

سَبْعَ مَثَانِي সম্পর্কে বিজ্ঞজনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইব্ন মাস'উদ (রাঃ), ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে একটি উক্তি এই যে, এর দ্বারা কুরআনুল হাকীমের প্রথম দিকের দীর্ঘ ৭ (সাত)টি সূরাকে বুঝানো হয়েছে। সূরাগুলি হচ্ছে : বাকারাহ, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদাহ, আন'আম, আ'রাফ এবং ইউনুস। সাঈদ (রহঃ) বলেন, এই সূরাগুলিতে ফারায়িয়, হুদুদ, ঘটনাবলী এবং নির্দেশনাবলীর বিশেষ পছন্দ বর্ণনা রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতে দৃষ্টান্তসমূহ, খবরসমূহ এবং উপদেশাবলীও বহুল পরিমাণে রয়েছে। (তাবারী ১৭/১৩০-১৩২)

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, سَبْعَ مَثَانِي দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে, যার সাতটি আয়াত রয়েছে। আলী (রাঃ), উমার (রাঃ), ইব্ন মাস'উদ (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিসমিল্লাহ এর সপ্তম আয়াত। এ আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিশিষ্ট করেছেন। (তাবারী ১৭/১৩৩) ইবরাহীম নাখ'ই (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উমাইর (রহঃ), ইব্ন আবী মুলাইকাহ (রহঃ), শাহর ইব্ন হাওশাব (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) এ মতামতের পক্ষে তাদের রায় দিয়েছেন। (তাবারী

১৭/১৩৫) এটা দ্বারা কিতাবকে শুরু করা হয়েছে এবং সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে এটা পাঠিত হয়, তা ফারয, নাফল ইত্যাদি যে সালাতই হোক না কেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এই উক্তিটিই পছন্দ করেছেন এবং এ ব্যাপারে যে হাদীসগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমরা ঐ সমুদয় হাদীস সূরা ফাতিহার ফাযীলাতের বর্ণনায় এই তাফসীরের শুরুতে লিখে দিয়েছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রাঃ) বলেন : 'একদা আমি সালাত আদায় করছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আমাকে ডাক দেন। কিন্তু আমি সালাত আদায় শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর কাছে গেলামনা। সালাত শেষে যখন আমি তাঁর কাছে হাযির হই তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'ঐ সময়েই তুমি আমার কাছে আসনি কেন?' আমি উত্তরে বললাম : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তখন সালাত আদায় করছিলাম।' তিনি বললেন : 'আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন তোমাদের ডাকেন তখন তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দাও। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৪) মাসজিদ হতে বের হওয়ার পূর্বেই আমি কি তোমাকে কুরআনুল হাকীমের একটি খুব বড় সূরার কথা বলব? কিছুক্ষণ পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদ থেকে বের হতে উদ্যত হলেন তখন আমি তাকে ঐ ওয়াদাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি তখন বললেন : ওটা হচ্ছে رَبِّ الْعَالَمِينَ এই সূরাটি। এটাই হচ্ছে

سَبْعَ مَثَانِي এবং এটাই কুরআন যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় হাদীসটি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'উম্মুল কুরআন سَبْعَ مَثَانِي এবং কুরআনুল আযীম। (ফাতহুল বারী ৮/২৩২) সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, سَبْعَ مَثَانِي এবং قُرْآنٌ عَظِيمٌ দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। তবে যেখানে বলা হয়েছে যে, কুরআনের বড় সাতটি সূরা যা প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা'ই 'সাবা আল মাছানী' তাহলে তাতেও কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ

সমগ্র কুরআনে যে গুণাবলী রয়েছে তা এ সূরাগুলিতেও বর্তমান রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। (সূরা যুমার, ৩৯ : ২৩) সুতরাং এই আয়াতে সম্পূর্ণ কুরআনকে **مَثَانٍ** বলা হয়েছে এবং **مُتَشَابِهٍ** ও বলা হয়েছে। অতএব এটা এক দিক দিয়ে **مَثَانٍ** এবং অন্য দিক দিয়ে **مُتَشَابِهٍ** হল। আর কুরআনুল আযীমও এটাই। যেমন

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি। (সূরা তা-হা, ২০ : ১৩১) অর্থাৎ তোমাকে যে কুরআন দেয়া হয়েছে উহার প্রতি তুমি মনোনিবেশ কর। তাদের চাকচিক্যময় জীবন ও বসন-ভূষণ তোমাকে যেন চমৎকৃত না করে।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করনা। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে লোকদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের সাথীদের যা আছে তা পাবার আশায় হা-হতাশ না করে। (তাবারী ১৭/১৪১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে সেই জন্য তুমি ক্ষোভ করনা। মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, সম্পদশালী লোকদেরকে যা দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১৭/১৪১)

৮৯। আর বল : আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক।

۸۹. وَقُلْ إِنِّي - أَنَا النَّذِيرُ

الْمُيِّنُ

৯০। যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর,	۹۰. كَمَا أُنزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ
৯১। যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে।	۹۱. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ
৯২। সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই,	۹۲. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
৯৩। সেই বিষয়ে, যা তারা করে।	۹۳. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

রাসূল (সাঃ) হলেন একজন সতর্ককারী

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন : اِنَّا الْنَّذِيرُ الْمُبِينُ হে নাবী! তুমি জনগণের সামনে ঘোষণা করে দাও : আমি সমস্ত মানুষকে আল্লাহর শাস্তি হতে প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। জেনে রেখ যে, আমার উপর মিথ্যারোপকারীরা পূর্ববর্তী নাবীদের উপর মিথ্যারোপকারীদের মতই আল্লাহর আযাবের শিকার হবে।

আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমার এবং যে হিদায়াতসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উহার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে তার কাওমের নিকট এসে বলল : ‘হে লোকসকল! আমি শত্রু সেনাবাহিনী স্বচক্ষে দেখে এলাম। সুতরাং তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং মুক্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হও।’ এখন কিছু লোক তার কথা বিশ্বাস করল এবং রাতের আঁধারে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ল। ফলে তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে বেঁচে গেল। পক্ষান্তরে কিছু লোক তার কথা অবিশ্বাস করল এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানেই নিশ্চিন্তভাবে রয়ে গেল। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ শত্রু সেনাবাহিনী এসে পড়ল এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ধ্বংস করে ফেলল। সুতরাং এটা হল ঐ দুই দলের দৃষ্টান্ত যারা আমাকে মান্যকারী ও অমান্যকারী। (ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪, মুসলিম ৪/১৭৮৮)

‘আল মুকতাসিমীন’ এর অর্থ

مُقْتَسِمِينَ ‘মুকতাসিমীন’ হচ্ছে ঐ লোক যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে শত্রুতা করে, তাঁকে অস্বীকার করে এবং গাল-মন্দ করে। সালিহর (আঃ) প্রতি তাঁর কাওমের লোকেরাও অনুরূপ করত বলে আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন :

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ

তারা বলল : তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব। (সূরা নামল ২৭ : ৪৯) তারা তাঁকে রাতে হত্যা করতে চেয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ‘তাকাসামূ’ (تَقَاسَمُوا) শব্দের অর্থ হচ্ছে তারা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিল :

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে : যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেননা। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৮)

أُولَٰم تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ

তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৪)

أَهْتُمُؤْ لَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

এই জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেননা? (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ৪৯)

ইহা এমন যে, তারা যেন পৃথিবীতে যে কোন কিছু অস্বীকার করার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করেছে। তাদেরকেই বলা হয়েছে ‘মুকতাসিমীন’ (مُقْتَسِمِينَ)

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছে। কুরআনের কোন অংশ তারা বিশ্বাস করছে এবং কোন অংশ অস্বীকার করেছে। ঘোষণা করা হচ্ছে :

جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ তারা তাদের উপর অবতারিত আল্লাহর কিতাবগুলিকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছিল। যে মাসআলাকে ইচ্ছা করত মানত এবং যেটা মন মত হতনা তা পরিত্যাগ করত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। তারা কিতাবের কিছু অংশ মানতো এবং কিছু অংশ মানতেনা। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৩)

কেহ কেহ বলেন যে, ‘মুকতাসিমীন’ বলা হয় কুরাইশ কাফিরদেরকে। আর ‘কুরআন’ হল বর্তমান কুরআন (যে কিতাব আহলে কিতাবীদের দাবীকে অস্বীকার করে)। ‘বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা’ এর অর্থ হচ্ছে, ‘আতার (রহঃ) মতে : তাদের কেহ বলত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন যাদুকর, কেহ বলত পাগল, আবার কেহ বলত গণক। এসব মিথ্যা প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল বিভিন্ন অংশ। যাহহাক (রহঃ) হতেও এরূপ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

সীরাত ইব্ন ইসহাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একবার কুরাইশ নেতৃবর্গ ওয়ালাদ ইব্ন মুগীরার নিকট একত্রিত হয়। হাজ্জের মওসুম নিকটবর্তী ছিল। ওয়ালাদ ইব্ন মুগীরাকে খুবই সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান লোক হিসাবে বিবেচনা করা হত। সে সকলকে সম্বোধন করে বলল : ‘দেখ, হাজ্জ উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে আরাবের বহু লোক এখানে সমবেত হবে। তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছ যে, এই লোকটি (নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বড়ই হাঙ্গামা সৃষ্টি করে রেখেছে। এর সম্পর্কে ঐ বহিরাগত লোকদেরকে কি বলা যায়? কেহ এক কথা বলবে এবং অন্য জন অন্য কথা বলবে, এরূপ যেন না হয়। বরং সবাই এক কথাই বলবে। এক একজন এক এক কথা বললে তোমাদের উপর থেকে মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে।’ তখন এক লোক বলল : ‘হে আবু আবদ শামস! আপনি কোন একটি প্রস্তাব পেশ করুন।’ সে বলল : ‘তোমরাই আগে বল, তাহলে আমি চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাব।’ তারা তখন বলল : ‘আমাদের মতে সবাই তাকে ভবিষ্যদ্বক্তা (গনক) বলবে।’ সে বলল : ‘না, সে ভবিষ্যদ্বক্তা নয়।’ তারা বলল : ‘তা হলে সে একজন পাগল। তখন সে বলল : ‘এটাও ভুল।’ তারা বলল : ‘তা হলে কবি?’ সে উত্তরে বলল : ‘সেতো কবিতা জানেইনা।’ তারা বলল : ‘তাকে আমরা যাদুকর বলব কি?’ সে উত্তর দিল : না, সে যাদুকরও নয়।’ তারা বলল : ‘তাহলে আমরা তাকে কি বলব?’ সে বলল : ‘জেনে রেখ যে, তোমরা তাকে যা’ই বলনা কেন, দুনিয়াবাসী জেনে যাবে যে, সবই ভুল। তার কথাগুলি মিষ্টি মাখানো। কাজেই আমাদের কোন কথাই টিকবেনা। তবুও কিছু বলতেই হবে। তোমরা তাকে যাদুকরই বলবে।’ সবাই এতে একমত হয়ে গেল। নিম্নের এই আয়াতগুলিতে এরই আলোচনা করা হয়েছে : মহান আল্লাহর উক্তি :

فَوَرَّبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ তোমার রবের শপথ!

আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই সেই বিষয়ে যা তারা করে। (সিরাত ইব্ন হিশাম ১/২৮৮) আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন : কিয়ামাত দিবসে প্রত্যেককে দু'টি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। প্রথম প্রশ্ন হবে : 'তুমি কাকে মা'বুদ বানিয়েছিলে?' দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে : 'তুমি রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলে কি?' (তাবারী ১৭/১৫০)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَرَّبُّكَ এ আয়াতটি পাঠ করার পর নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ

সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবেনা, আর না জিনকে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৩৯) অতঃপর তিনি বলেন : 'তুমি কি এই আমল করছিলে' এ কথা জিজ্ঞেস করা হবেনা, বরং জিজ্ঞেস করা হবে : 'তুমি এই কাজ কেন করেছিলে?' (তাবারী ১৭/১৫০)

৯৪। অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর।	٩٤. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
৯৫। আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য, বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে -	٩٥. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
৯৬। যারা আল্লাহর সাথে অপর মা'বুদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে!	٩٦. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
৯৭। আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার	٩٧. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ

অন্তর সংকুচিত হয়।	صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
৯৮। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।	۹۸. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
৯৯। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।	۹۹. وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.

জনসমক্ষে আল্লাহর বাণী প্রচার করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ : হে রাসূল! তুমি জনগণের কাছে আমার বাণী স্পষ্টভাবে পৌঁছে দাও। এ ব্যাপারে কোনই ভয় করবেনা। মুশরিকদের কাছে তুমি খোলাখুলিভাবে একাত্মবাদ প্রচার কর। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সালাতে কুরআনুল কারীম উচ্চ স্বরে পাঠ কর। (তাবারী ১৭/১৫১)

আবু উবাইদাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ প্রকাশ্যভাবে দা‘ওয়াতের কাজ শুরু করেন। (তাবারী ১৭/১৫২)

মূর্তি পূজকদের থেকে দূরে থাকতে আদেশ করা হয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন : وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ হে নাবী! এ কাজে মুশরিকদের ঠাট্টা বিদ্রোপকে তুমি উপেক্ষা কর। বিদ্রোপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। প্রচার কাজে তুমি মোটেই অবহেলা প্রদর্শন করনা।

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (সূরা কলম, ৬৮ : ৯) সুতরাং তোমার কর্তব্য হচ্ছে দ্বিধাসংকোচহীনভাবে পূরা মাত্রায় প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে মোটেই ভয় না করা। আমি আল্লাহ স্বয়ং তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী। আমিই তোমাকে তাদের ক্ষতি ও দুষ্টামি থেকে রক্ষা করব। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

يٰٓأَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৭)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, কাফিরদের মধ্যে পাঁচ ব্যক্তি ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। তারা ছিল মুশরিকদের বড় বড় নেতা। তারা ছিল বেশ বয়স্ক এবং তাদেরকে খুবই সম্ভ্রান্ত মনে করা হত। আসওয়াদ ইব্ন আবদিল মুত্তালিব আবু যাম‘আহ ছিল বানু আসাদ ইব্ন আবদুল উয্বা ইব্ন কুসাই গোত্রভুক্ত। সে ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমতম শত্রু। সে তাঁকে খুবই দুঃখ-কষ্ট দিত এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তিনি অসহ্য হয়ে তার জন্য বদ দু‘আও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

اللَّهُمَّ أَعْمَ بَصَرَهُ وَأَثْكَلَهُ وَلَدَهُ

‘হে আল্লাহ! আপনি তাকে অন্ধ ও সন্তানহীন করুন।’ আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগুছ ইব্ন অহাব ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন যাহরা ছিল বানু যাহরার অন্তর্ভুক্ত। বানু মাখযুম গোত্রভুক্ত ছিল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মাখযুম। আ‘স ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হিশাম ইব্ন সাদ্দ ইব্ন সা‘দ ছিল সাহম ইব্ন আমর ইব্ন হুসাইস ইব্ন কা‘ব ইব্ন লু‘আই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। হারিস ইব্ন তালাতিলাহ ইব্ন আমর ইবনুল হারিশ ইব্ন আবদ আমর আল মালকান ছিল খুযা‘আহ গোত্রভুক্ত। এই লোকগুলি সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি করতেই থাকত। তাদের উৎপীড়ন যখন চরম

পর্যায় পৌছে এবং কথায় কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রূপ করতে থাকল তখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.

অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর। আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য, বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সাথে অপর মা‘বুদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে!

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্ন রুমান (রহঃ) আমাকে বলেন যে, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) অথবা অন্য কোন এক বিজ্ঞজন বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যান। ঐ সময় আসাদ ইব্ন আবদিল মুত্তালিব তার পাশ দিয়ে গমন করে। তখন জিবরাঈল (আঃ) তার মুখমন্ডলে একটি সবুজ পাতা নিক্ষেপ করেন, ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। এরপর আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগুছ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন জিবরাঈল (আঃ) তার পেটের দিকে ইশারা করেন। এর ফলে তার পেট ফুলে যায় এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। এরপর ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা গমন করে। দুই বছর আগে সে তার কাপড় হেচড়ে হেটে যাচ্ছিল। তার যাওয়ার পথে এক লোক তার তীরের ফলক ঠিক করছিল, এমন সময় একটি ফলক ছুটে গিয়ে তার কাপড় ভেদ করে তার পায়ে একটু আঁচড় লাগে। ওটা ছিল সামান্য ক্ষত। জিবরাঈল (আঃ) ঐ দিকেই ইশারা করেন। এর ফলে ঐ ক্ষতস্থানটি ফুলে যায় ও পেকে ওঠে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়। এরপর আগমন করে আ‘স ইব্ন ওয়াইল। কিছু দিন আগে তায়েফ গমনের উদ্দেশে সে তার গাধার উপর আরোহণ করেছিল। পথে সে গাধার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে একটি কাঁটায়ুক্ত গাছে পতিত হয় এবং তার পায়ের পাতায় কাটা ঢুকে যায়। জিবরাঈল (আঃ) তার পায়ের পাতার দিকে ইশারা করেন। তাতেই তার জীবন লীলা শেষ হয়। জিবরাঈল (আঃ) হারিছের মাথার দিকে ইশারা করেন। এর ফলে তার মাথা দিয়ে পুঁজ ঝরতে শুরু করে। তাতেই তার মৃত্যু হয়। (সিরাত ইব্ন হিশাম ১/৪০৯, ৪১০)

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ এই লোকগুলি এ সব বাজে ও জঘন্য ব্যবহারের সাথে সাথে এ কাজও করত যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদেরকে শরীক করত। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি এখনই ভোগ করতে হবে। এছাড়া যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করবে তাদের অবস্থাও অনুরূপই হবে।

মৃত্যু পর্যন্ত সব বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহর গুণগান এবং ইবাদাতে লিপ্ত থাকার আদেশ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ মহান আল্লাহ বলেন : فَسَبِّحْ হে নাবী! আমি তো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। কিন্তু তুমি তাদের কথার প্রতি মোটেই ভ্রক্ষেপ করনা। আমিই তোমার সাহায্যকারী। তুমি তোমার রবের যিক্র, পবিত্রতা ঘোষণা এবং গুণগানে লেগে থাক। মন ভরে তার ইবাদাত কর, সালাতে খেয়াল রেখ এবং সাজদাহকারীদের সঙ্গ লাভ কর।

নাঈম ইব্ন হাম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে চার রাক'আত সালাত আদায় করা খুব কঠিন কাজ নয়, (যদি তুমি তা কর) তাহলে আমি তোমার জন্য ওর শেষ ভাগের যত্ন নিব। (আহমাদ ৫/২৮৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।

সালিম (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতে يَقِين শব্দ দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৫) এই সালিম হচ্ছেন ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রহঃ)।

একটি সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, উসমান ইব্ন মায'উনের (রাঃ) মৃত্যুর পর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট গমন করেন তখন উম্মুল আ'লা (রাঃ) নামীয় এক আনসারী মহিলা বলেন : 'হে আবুস সাযিব

(রাঃ)! আপনার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সম্মান দান করেছেন।’ তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন : ‘তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মান দান করেছেন?’ উত্তরে মহিলাটি বলেন : ‘আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবানী হোক! তাঁর উপর আল্লাহ তা‘আলা দয়া না করলে আর কার উপর করবেন?’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘জেনে রেখ যে, তার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং আমি তার মঙ্গলেরই আশা রাখি।’ (ফাতহুল বারী ৩/১৩৭) এই হাদীসেও **مَوْتٌ** এর স্থলে **يَقِينٌ** শব্দ রয়েছে।

তাই **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত ইত্যাদি ইবাদাত তার উপর ফার্য। তার অবস্থা যেমন থাকবে সেই অনুযায়ী সে সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম না হলে বসে আদায় করতে হবে এবং বসে আদায় করতে না পারলে শুইয়ে শুইয়েই আদায় করবে।’ (ফাতহুল বারী ২/৬৮৪)

এর দ্বারা বদ-মাযহাবী সূফীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে একটি কথা বানিয়ে নিয়েছে। তা এই যে, তাদের মতে মানুষ যে পর্যন্ত দীনের পূর্ণতার পর্যায়ে না পৌঁছে সেই পর্যন্ত তার উপর ইবাদাত ফার্য থাকে। কিন্তু যখনই সে মা‘আরিফাতে মানযিলগুলো অতিক্রম করে তখন তার উপর থেকে ইবাদাতের কষ্ট লোপ পেয়ে যায়। এটা সরাসরি কুফরী, বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতামূলক কথা। এই লোকগুলি কি এটুকুও বুঝেনা যে, নাবীগণ, বিশেষ করে নাবীকূল শিরমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মা‘আরিফাতের সমস্ত মানযিল অতিক্রম করেছিলেন এবং তারা দীনী ইল্ম এবং পরিচিতির ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা পূর্ণতম ছিলেন। মহান আল্লাহর গুণাবলী এবং তাঁর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে তারাই সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন। এতদসত্ত্বেও তারা সকলের চেয়ে বেশী ইবাদাত করতেন এবং দুনিয়ায় বেঁচে থাকা শেষ দিন পর্যন্ত তাতেই অবিচল ছিলেন। তারা মহান রবের আনুগত্যের কাজে সমস্ত দুনিয়াবাসী হতে বেশী নিমগ্ন ছিলেন। সুতরাং এটা প্রমাণিত হল যে, এখানে **يَقِينٌ** দ্বারা

مَوْتٌ উদ্দেশ্য। সমস্ত মুফাস্সির সাহাবী, তাবিঈ প্রমুখের এটাই মাযহাব।

অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, তিনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। আমরা তাঁর কাছে ভাল কাজে সাহায্য চাচ্ছি। তাঁর পবিত্র সত্তার উপরই আমাদের ভরসা। আমরা সেই মালিক ও হাকিমের কাছে এই প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন পূর্ণ ইসলাম ও ঈমান এবং সৎ আমলের উপর আমাদের মৃত্যু ঘটান। তিনি বড় দাতা এবং পরম দয়ালু।

সূরা হিজরের তাফসীর সমাপ্ত।